কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বিষয় ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ২৭তম সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভার স্থান	ঃ	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ
তারিখ	ঃ	১৮/০২/২০১৫ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
সভাপতি	ঃ	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট 'ক'তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদি বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমূহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্য বৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। সকল এডিএই অঞ্চল সমূহে প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সভা আহবান ও সভা করে রেজুলেশন অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দেন। গত সভার কার্য্যবিবরণী সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। গত সভায় কার্য্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠিত সভায় কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নে গৃহীত হয় ঃ-

ক্র: নং	আলোচ্যসূচী ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	**ক) সিভিল আপীল ১/১২ ঃ** এ মামলায় নিম্ন আদালতে সরকারের পক্ষে, আপীলে সরকারের বিপক্ষে ও সিআরএ একই রায় বহাল থাকে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তল্লাশীতে সিএস মালিকের দেয়া রেহানী দলিল পাওয়া গেছে। পূণ: তল্লাশী চলমান আছে। গত ০২/০৯/১৪ তারিখে এ মামলার শুনানী হয় এবং মামলাটি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হয়। রিভিউ পিটিশন নং- ১৬/২০১৫ দায়ের করা হয়। **খ) সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫** -১৯৭৪ সাল হতে ১৩.২১ একর জমি সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টার ভোগ দখল করতে থাকে। তন্মধ্যে ৩.৫১ একর জমির এ মামলা ফিক্স হয়েছে। অবকাশ ছুটির পর কজলিষ্টে তালিকা ভুক্ত করতে হবে। বন্দোবস্ত প্রদানে জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। **গ) দুদক এর ১১/০৮-** এ মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০১/০৪/১৫ইং। সিডি না পাওয়ায় স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করা হচ্ছে না। **ঘ) দেঃ মোঃ ২১২(এ)/১০** সরকারের দখলে থাকা ১.০৪ একর জমির মালিকানার দাবীতে জনৈক আঃ আলীর দায়েরকৃত এ মামলার শুনানী শেষে ২২/০৯/১৪ তারিখে রায় সরকার পক্ষে ঘোষিত হয়। **ঙ) ১৭৩/০৯** এ মামলায় স্থিতাবস্থা থাকায় বন্দোবস্ত নবায়ন কার্যক্রম হচ্ছে না বলে জিপি জানান। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৮/০২/১৫ইং। **চ) ৮০/১৪-** এ মামলাটি ৩.৫১ একর জমি নিয়ে জনৈক সরোয়ার হোসেন বনাম সরকার। এ নিষেধাজ্ঞা মামলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। পরবর্তী তারিখ জানা যায়নি।	ক) মামলা নিম্ন আদালতে বিচারের জন্য চলে গেছে। ক্যাভিয়েট করতে হবে। সিএ -১/১২ নং মামলাটি নিম্ন আদালতে শুনানীর জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়। রায় পাওয়া গিয়াছে। খ) সিআর ৩১৪/০৫ এর বিষয়ে ডিএজি জনাবা রুনা নাহরীন এর সংগে যোগাযোগ রাখতে হবে। কজলিষ্টে ০১/০২/২০১৫ইং তারিখে কজলিষ্ট আসে এ আর পুরাতন কোট নং-২৯ গ) ১১/০৮ এর সিডি না পাওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে দুদককে পত্র দিতে হবে। দুদকের নিকট প্রেরিত চিঠি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী তারিখ-০১/০৪/২০১৫ইং ঘ) অন্যান্য মামলায় জিপিকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে হবে। ঙ) ১৬/০২/২০১৫ইং তারিখে ঘোষিত মামলার কপির জন্য বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করা হয়েছে। এখনও রায়ের কপি পাওয়া যায়নি। রায়ের কপি সংগ্রহ করতে হবে। চ) লীজমানি রিভাইজড বাজেটে জরুরী ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। লিজ মানি ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে।	উপ পরিচালক হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা ও আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় অনুপস্থিত
২।	**টিএস মোকদ্দমা নং-৭৪৩৮/০৮(নতুন নং- ১৮১/১৩), সাভারের রাজালাখ, হর্টিকালচার সেন্টার ঃ** রাজালাখ হর্টি:সেন্টারের ৯.২৪ একর জমির মধ্যে ৫.০৫ একর জমি নিয়ে এ মামলাটি দায়ের করে। মামলাটির রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। এন এস জানান যে, দেঃ মোঃ ১০৯৫/১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ১১/০৩/১৫। অবশিষ্ট ১৩১২ ফুট প্রাচীর নির্মাণ প্রয়োজন। জমির বন্দোবস্ত বিষয়ে জিপি'র নিকট হতে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অগ্রগতি হয়নি। ৩৩৬/০৭ (নতুন নং-১২৯/২০১৪) মামলা পুনরুজ্জীবিত হয়ে পরবর্তী তারিখ ০৯/০৩/২০১৫ইং জনৈত মোঃ শহীদুল ইসলাম, মোবাইল নং-০১৮৭১৫১৭৮০৮ থেকে ফোন করে ভিতির সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে থানায় জিডি করতে হবে।	ক) ৭৪৩৮/০৮ (নতুন নং-১৮১/১৩) ও ৩৩৬/০৭ মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ করেছেন। লীজ মানি প্রদানের জন্য যোগাযোগ করবেন। খ) ১০৯৫/১২ এর বিষয়ে জিপিকে সার্বিক সহায়তা করতে হবে । পরবর্তী তারিখ-১১/০৩/২০১৫ইং। গ) বন্দোবস্ত নবায়নের বিষয়ে আইন অধিশাখার সহযোগীতা নিতে হবে। সহকারী ভূমি কর্মকর্তার পত্রের প্রেক্ষিতে ২৬/১১/২০১৪ইং তারিখ উপস্থিত ছিলেন। বাদী পক্ষ আসে নাই। ১৩১২ ফুট ওয়াল নির্মাণ করা দরকার IQHDP কে অনুরোধ করতে হবে। কাটা তারের বেড়ার ইষ্টিমেট দিতে হবে।বাউন্ডরী ওয়াল করার বিষয়ে চিঠি দিতে হবে।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ডিএই, ঢাকা। ও আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় অনুপস্থিত
৩।	**সিভিল আপীল নং ৮৮/১১ও ৮৯/১১, বগুড়া কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত ঃ** বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩ টি দাগের ০.৬২ একর জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করা হয় ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলার কৃষি অফিস অবস্থিত। ক্রয়সূত্রে মালিকানার দাবীতে জনৈক আলমগীর ডিএইকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করেছে। অপর ২টি দাগের ক্ষতি পুরণ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে জনৈক ব্যক্তিবর্গ	ক) সিভিল আপীল ৮৮/১১ ও ৮৯/১১ কজলিষ্টে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। খ) ১৮৪/১৪এর পরবর্তী তারিখ-১১/০৩/২০১৫ইং এবং ১৮৫/১৪ এর অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তী তারিখ-০৯/০৩/২০১৫ইং। গ) টি এ মামলা ২৮/১০, নিম্ন আদালতে হেরে গেলেও আপীল হয় নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে হবে।	উপ পরিচালক, ডিএই,বগুড়া ও আইন অধিশাখা কৃষি মন্ত্রনালয়।

	মোকদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। সর্বশেষ সিভিল রিভিউ মামলা ০৩/০২/১২ তারিখে সরকার পক্ষে গৃহীত হওয়ায় বর্তমানে শুনানীর অপেক্ষায় আছে। ১৫/০৬/১৪ তারিখে মেনশন স্লিপ গৃহীত হয় এবং আদালতের ছুটি শেষে কজলিষ্টে আসতে পারে বলে জানা যায়। ১২১০ দাগের ৫ শতক জমির ১৮৫/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৫/০৩/১৫ইং। এবং ১২১৬ দাগের ৭.৮৭৫ শতকের জন্য ১৮৪/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ০৯/০৩/১৫। বগুড়া টুইন গোডাউনের ৪০৬/১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৩/০৪/১৫। শিবগঞ্জ উপজেলার বীজাগার/এসএএও কোয়ার্টার এর জমি দানকারী ৮ শতক জমি নিয়ে ১৬৭/০৮ মামলা করে। রায় হয় সরকার পক্ষে। ৬৬/৯৯ মামলার রায় নিয়ে আলোচনা হয়।	ঘ) ৪০৬/১২ এর বিষয়ে বেসরকারী কৌশুলীকে সহযোগিতা করতে হবে।১৩/০৪/২০১৫ইং ইস্যূ গঠন ঙ) ৬৬/৯৯ মামলার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার,বনানী, বগুড়াকে সভায় উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত থাকলেও হাজির হননি। চ) বগুড়া এডি অফিস এবং ডিএসসিও অফিসের জন্য টুইন গোডাউনের জায়গা ব্যবহার করা যায় কিনা এ বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত হয়। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব নুরুল ইসলামের আচরণ অশোভনীয় ও অমার্জনীয় হওয়ায় ডিডি বগুড়াকে সভায় উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৪।	**নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর সংক্রান্তঃ** কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২৭.০১৬ একর জমি রেজিস্ট্রেশনের পর নামজারী সম্পন্ন হয়েছে। উপপরিচারক **হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর,** জানান ব্যক্তির দায়েরকৃত ২৭৬৬/১৪ রীটের নোটিশের জবাব দাখিল করা হয়েছে। নুরবাগ নাম পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা হয়। ভূমি উন্নয়ন করের বাজেট সংগ্রহ করে পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ যা ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত গাজীপুর বিচারাধীন। জবাব দাখিরের পরবর্তী তারিখ-০১/০৪/২০১৫ইং।	ক) ২৭৬৬/১৪ রীটের বিজ্ঞ ডিএজি এর সংগে যোগাযোগ রাখতে হবে । ৩১/০৮/২০১৪ইং তারিখে শুনানী হয়। খ) নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। নাম পরির্তন হয়নি। গ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে। ঘ)নতুন মামলা হয়ে থাকলে তা খোঁজখবর নিয়ে যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঙ) টিএস-২৩৭/২০১৪ এর ওকালতনামায় সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয় স্বাক্ষর করে প্রেরণ করেছেন। বেসরকারী কৌশুলী নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	উপ পরিচালক নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর। অনুপস্থিত
৫।	**গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ৩.০০ একর জমি ২৩/৭৭-৭৮ এল এ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার ডকুমেন্ট সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। ১.০১ একর জমি রেকর্ডে জনৈক এসএম হ্যাফিজুল্লাহ এর নাম বাদ দিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ফরেষ্টার মিস কেস-১০৩/১২ দায়ের করে।মামলার পরবর্তী তাং ৩০/০৩/২০১৫ইং শুনানীর জন্য। রীট পিটিশন নং-৪৫১৫/০৭ মামলার রায়ের ভিত্তিতে বিবাদী জমির মালিকানা দাবী করছে। মূল মামলা ৬২/৬৪ ১ম জজ আদালত ঢাকা এর রায় নকল করে ৪৫১৫/০৭ মামলার রায় নিয়েছে। এসি ল্যান্ড অফিসের শুনানীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তাং ৩০/০৩/১৫ইং। বনবিভাগ কর্তৃক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, গাজীপুরে ১২৩১/১২ জালিয়াতির মামলা এবং জেলা জজকোর্টে ২২১/১৪ পক্ষ হয়েছে। পরবর্তী শুনানী তারিখ ১২/০৪/২০১৫ইং। ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। বেসরকারী উকিল নিয়োগ করতে হবে। অধিগ্রহণের কোন কাগজ নাই।	ক) এল এ কেস নং-২৩/৭৭-৭৮ এর বিষয়ে ডিসি, গাজীপুর অফিসে যোগাযোগ করে সহায়তা নিতে হবে। গত ১২/০১/২০১৫ইং তারিখে শুনানী হয়। খ) বেসরকারী উকিল নিয়োগ করে দেঃ মোঃ ২২১/২০১৪ এবং পিটিশন মামলা নং-১২৩১/২০১২ মামলায় পক্ষভূক্ত হতে হবে। এ বিষয়ে বেসরকারী উকিলের সাথে ফি বিষয়ে আলাপ হয়। গ) উপ পরিচালক,হর্টিকালচার সেন্টার, নুরবাগকে বন অধিদপ্তরে যেয়ে ২.৬২ একর জমির বিষয়ে নথি খোজ করে দেখতে হবে।	উপ পরিচালক নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর।
৬।	**মোকদ্দমা নং-১৮৮/১১, যাত্রাবাড়ির প্লান্ট প্রটেকশন গোডাউনের জমি** ঃ এল এ কেস নং ২৫/৫৭-৫৮ মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমি অধিগ্রহনের পর হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই-এর পিপি গোডাউন/বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত। বিবাদী কর্তৃক দায়েরকৃত ১৮৮/১১ মামলার পরবর্তী তারিখ ০৮/০৪/১৫ মামলাটি স্বাক্ষীর জন্য মামলাটি পরিচালনায় প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। সিটি জরীপ সংশোধনে ৫৯১/১৩ মামলার পরবর্তী তাং ১৯/০৩/২০১৫ইং। পত্রিকা মারফৎ সমন জারী হয়েছে। মালিকানার দাবীতে খোরশেদ আলম ৪৬৬/১৩ মামলা দায়ের করে। এ মামলার পরবর্তী তাং ০৭/০৪/১৫। প্রাইভেট কোম্পানী কর্তৃক সাইনবোর্ড স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) মামলা সমূহ ফলো আপ করতে হবে। খ) এল এ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। গ) উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর মাধ্যমে সাইনবোর্ড দেয়া হয়েছে।	এমএও, তেজগাঁও, ডিএই,ঢাকা। ও পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
৭।	**টিএস ২২৭/১০,ধোলাইপাড় হাইস্কুলের সাথে ধোলাইপাড় বীজাগারের** জমি ঃ ধোলাইপাড় বীজাগারের জমির পরিমাণ ৮ শতক। জমির পার্শ্বে অবস্থিত ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় নিজ দখলীয় স্বত্বে মালিকানার দাবীতে ২২৭/১০ মামলা দায়ের করে এবং পরে মামলাটি প্রত্যাহার করেছে। অতঃপর ১৩৪৭/১২ মামলাটি দায়ের করে। মামলার পরবর্তী তারিখ-০১/০৪/২০১৫ইং। সিটি জরীপে বীজাগারটি অন্য দাগে রেকর্ড হওয়ায় সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করে। এ মামলার পরবর্তী তাং-০১/০৪/২০১৫ইং। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার জানান, ধোলাইপাড় বীজাগারটি দখলে রাখতে পুনঃ নির্মাণ প্রয়োজন।	ক) টিএস- ১৩৪৭/১২ ও ৮৪৩/১১ মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে । খ) ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের সংগে যোগাযোগ করে বীজাগারের কক্ষ উদ্ধার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিবে।	এমএও, তেজগাঁও, ডিএই,ঢাকা ও উপপরিচালক, ডিএই,ঢাকা।
৮।	**ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি ঃ** দেইল্লা মৌজার ২৫ শতক এবং কায়েতপাড়া মৌজার ২০ শতক জমির সীমানা নির্ধারন ও কিছু অংশে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে বলে এমএও জানান। জমির তথ্য সংগ্রহ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে কার্যক্রম চলমান । কায়েত পাড়ার	ক) দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমির সংগৃহীত তথ্য জেলা অফিসে সংরক্ষণ করেছে। খ) কায়েতপাড়ার প্রাচীর নির্মানের প্রস্তাব প্রেরণ করতে	এমএও, তেজগাঁও, ডিএই,ঢাকা

	প্রাচীর বিষয়ে আলোচনা হয়। দেইল্লার মামলা বিষয়ে আলোচনা হয়। দেইল্লার ০.২৫ সতক জমিতে কৃষি মমন্ত্রণালয় এবং ডিএই এর যৌথ উদ্যাগে গত ১২/১১/২০১৪ তারিখে বৃক্ষ রোপন করা হয়। সুরাইয়া রওশন আক্তার বাদী হয়ে ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় বাদী হয়ে নিষেধাজ্ঞা মামলা করে। মামলা নং ৩৪২/১৪ পরবর্তী তারিখ- ৩০/০৪/২০১৫ইং কৃষি মন্ত্রণালয় হতে মামলার সরকার পক্ষে এজিপি নিয়োগ ও তত্বাবধানের জন্য লিখতে হবে। মামলাটি আপত্তি (লিখিত) দাখিলের জন্য দেইল্লা মৌজার জমির হাল নাগাদ ভূমিকর পরিশোধ করা হয়েছে।	হবে। বৃক্ষরোপন করা হয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গাছ মারা গেলে রিপ্লেস করতে হবে। গ) মামলার তথ্যাদি সংগ্রহ করে জানাতে হবে। ঘ) রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে প্রত্যেক কর্মকর্তা তাঁর অধিনের খাজনা/ কর পরিশোধ করবে। ঙ) জিপি ফকির দেলোয়ার হোসেন মামলার সরকার পক্ষে কৌশুলী নিযুক্ত। সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করে জবাব দিতে হবে।	ও উপ পরিচালক, ডিএই,ঢাকা।
৯।	**দেওয়ানী ২২/০৭ মোকদ্দমা, মুন্সিগঞ্জের জমি ঃ** মুন্সিগঞ্জ শহরে বীজাগারের ৮ শতক জমি নিয়ে মুন্সিগঞ্জ বার সমিতির মামলা ঢাকায় ৩০১/১৩যা বর্তমানে ৬০৮/১৪ মূলে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় চলমান। উপ সচিব (আইন) এর স্বাক্ষী ও জেরা সম্পদিত হয়।	ক) এলএ কেসের গেজেট সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। খ) এজিপিকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে হবে। গ)মামলার সরকার পক্ষের স্বাক্ষীর জন্য ১৯/০৩/২০১৫ ইং তারিখ ধার্য হয়েছে।	ইউএও, মুন্সিগঞ্জ সদর, ডিএই, মুন্সিগঞ্জ।
১০।	**আসাদ গেট হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত ঃ** ১৯৫২ সাল থেকে এ জমি ডিএই'র দখলে। সিএস এবং এসএ রেকর্ডীয় মালিক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। আর এস রেকর্ড গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নামে। এ জমি কৃষি বিভাগ ব্যবহারের জন্য পূর্বের সিদ্ধান্ত ছিল। ফল বিথীর মার্তৃবাগানের গেট নির্মানে পিডি, আইকিউএসডি বরাবরে অনুরোধ জানান হয়। এ জমির খাজনা প্রদানের ডিসিআর দাখিল করা হয়েছে। আন্তঃ মন্ত্রণালয় বৈঠক করার জন্য ডিও লেটার প্রস্তত করে তা প্রেরণ করা জন্য সিদ্ধান্ত হয়।	ক) মালিকানা সংক্রান্ত কাগজ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। মালিকানার তথ্য অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে। সাবেক রাষ্ট্র পতির আদেশ আছে। খ) দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের চেষ্টা চালাতে হবে। গ) গেট নির্মানের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিমান বাহিনীর উইং, কমান্ডার এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাদের মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র চান। তথ্য এখনও দেয়া হয়নি। সিএস ও এসএতে মালিক সিটি কর্পোঃ আর এস গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র দখলে ডিএই। ঘ) বিষয়টি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রলায়র সভা হয়। সভায় হর্টিকালচার সেন্টারের গুরত্ব তুলে ধরা হয়।	উদ্যানতত্ত্ববিদ, আসাদগেট হর্টিঃ সেন্টার, ডিএই, ঢাকা। ও পিডি, আইকিউএসডি
১১।	**মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত মামলা ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রোঃ কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি সিটি জরিপে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হওয়ায় সরকার পক্ষে ঘোষণা মূলক ডিক্রীর জন্য ৬২৪/১২ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ৩১/০৩/১৫ইং ইস্যুর জন্য। বিবাদী পক্ষ উচ্ছেদের জন্য ১৫২/০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ৩১/০৩/১৫ ইং। সরকার পক্ষে নামজারীর জন্য দায়েরকৃত মিস কেস ১৫৬/১৩ স্থগিতে বিবাদী পক্ষ ৮৭৮/১৩ মামলা করে। পরবর্তী তারিখ ১৮/০৩/১৫। গেজেট তলব হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা শুনানী।	ক) জিপি'র সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা সমূহ পরিচালনা ও গেজেট তলবে সহায়তা করতে হবে। খ) চলতি অর্থ বছরে নির্মাণ কাজের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গেজেটের কপি দিতে হবে।	এমএও, মোহাম্মদপুর, ডিএই, ঢাকা।
১২।	**ডিএই, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (প্রাক্তন পাট সম্প্রসারণ) এর জমি সংক্রান্ত ঃ** গাইবান্ধা জেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ২৬.০৪ একর জমি ডিএই'র এর নামে রেকর্ড হয়েছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, গাইবান্ধা জমির রেকর্ড, নামজারী ও দখলে আনার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা দাখিল করেন। এসি ল্যান্ড না থাকায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	ক) সকল জমির রেকর্ড সংশোধন ও সীমানা নির্ধারিনের ব্যবস্থা করতে হবে।রেকর্ড বহিভূত জমি ২৩.১৯ একর খ) জমিতে গাছ রোপণ করে মার্তৃবাগান সৃজনের উদ্যোগ নিতে হবে। খাজনা পরিশোধ করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। ১০ জনের নামে ১০টি মামলা। ১০ জনের নামে নামজারী আছে। বাতিলের ব্যবস্থা নিবে।	ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ও উপ পরিচালক, ডিএই,গাইবান্ধা। অনুপস্থিত
১৩।	**বাঘমারা, ময়মনসিংহ, ডিএই'র ১.৪৪ একর মূল্যবান জমি সংক্রান্ত ঃ** ময়মনসিংহ শহরে ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ব্যক্তি মালিকানায় ০.৫২ একর বেদখল রয়েছে। মালিকানা সংক্রান্ত ৩৬/১৪ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৭/০৪/১৫ইং। মামলাটি ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন। সকল জায়গা ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে মামলা করতে হবে। ৫২ শতক এর মধ্যে ৩৯ শতকের কাগজ পাওয়া গেছে। ১০ জন বিবাদী।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। সি এস ও আর এস রেকর্ডসহ কাগজপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। সাইনবোর্ড স্থাপিত হয়। জরুরী ভিত্তিতে দখলে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুন ২টি মামলা করার প্রস্তাব মতে ব্যবস্থা নিতে হবে। গাছ নাগানোর জন্য হর্টিকালচার সেন্টার কেওয়াটখালীকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। লোকবল/চারা/কলম সেন্টার থেকে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সকল জায়গা ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সীমানার জন্য বরাদ্দ চাইলে ব্যবস্থা করা হবে। একজন লোক সেখানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপ পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ/ অতি:পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ/ সহকারী উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ।
১৪।	**দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ডিএই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় ৩০ শতক বেদখলীয় জমি রয়েছে। ২৫ শতক জমি উদ্ধারে সি আর ৪১০০/০৫ মামলার ডিএজি জনাব হারুনুর রশীদ। ৫ শতকের জন্য ডিসি'র মাধ্যমে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের প্রয়োজন। গৌরীপুর বীজাগারের জমি উদ্ধারে ব্যবস্থা নেয়াসহ সাবেক পাট সম্প্রসারণের জমির নামজারী প্রয়োজন। রায় হয়। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদন্ত দল আসেন নাই। কুমিল্লা জোনাল সেটেলমেন্ট আসার কথা ছিল। গৌরীপুর বীজাগারে সাইনবোর্ড দেয়।	ক) মামলার তদারকী অব্যাহত রাখবেন। খ) সরকারী জমির দখলদার উচ্ছেদে জেলা প্রশাসককে পত্র দিতে হবে। রায়ের নকল তুলতে হবে। গ) পাট সম্প্রসারণের জমির নামজারী করতে হবে। হাইকোর্টের মামলা রায়ের কপি দিতে হবে। এসি ল্যান্ড এ যায় গেহজেট হয় নাই। ঘ) ৫টি বোনাফাইড মিসটেক এর আবেদন করতে হবে। রিমাইন্ডার দিতে হবে। ডিসি এর নিকট আবেদন করতে হবে। চিঠি দেয় বরাবর, এডিসি এর সাথে যোগাযোগ	উপজেলা কৃষি অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ও উপ পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা।

		করে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে বলা হলো।	
১৫।	**জীবননগর, চুয়াডাংগা, ডিএই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** চুয়াডাংগা জেলার জীবননগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে জীবন নগরে সহকারী জজ আদালতে দায়েরকৃত বন্টন নামা মামলা ১০১/১৩ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২ জন বিবাদির মৃত্যু হওয়ায় ওয়ারিশ সনদের ব্যবস্থা হয়। পরে অন্য ১জন মারা যায়। ওয়ারিশ সনদ দেয়া হয় নাই। মসজিদ কমিটি দান করে কমিটি রেজুলেশন না করার সম্পন্ন হয় নাই। খারিজ হয় নাই। মামাটি তদরীরের জন্য তদবীর করা হয়েছে।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।ওয়ারিশ সনদ সংগ্রহ করে আদালতে দাখিল করতে হবে। নোটিশ জারী হয়। সাইন বোর্ড দিতে হবে। গাছ রোপন করতে হবে। খ) পাট সম্প্রসারণের জমি মিউটেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। বোনাফাইড মিসটেক আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হলো। ১টি মামলা খারিজ হয়।	ইউএও, জীবননগর,চুয়াডাংগা
১৬।	**এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী,এর জমি সংক্রান্ত ঃ** এটিআই বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ৫১.১৯ একর জমির রেকর্ড জেলা প্রশাসকের নামে হয়। অধ্যক্ষ, এটিআই ৫১.৪৮ একর জমি এটিআই এর দখলে আছে বলে জানান। ডিসি কর্তৃক এটিআই এর ভিতরের ৫০ শতক জমি লীজ প্রদান বিষয়ে আলোচনা হয়। জনৈক মাজারুল হক খান গং TS ০৯/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করে। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। পরবর্তী তাং ০৯/০২/২০১৫ইং। লীজ নবায়ন এর জন্য ডিসি বরাবর আবেদন করতে হবে। স্মারক নং ১১৩৩ ভূমি মন্ত্রণালয় পত্র দেয়। যোগাযোগ করছে।	ক) এডিসি (রাজস্ব) এর সভাপতিত্বে কার্যবিবরণীর কপি প্রেরণ করেছেন। খ) রেকর্ড সংশোধনে আপীল দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪২/ক) ধারায় আপীল কার্যকর করতে হবে। গ) এটিআই এর অনুকুলে ৫০ শতক জমি লীজ গ্রহনের বিষয়ে ডিসি এর নিকট পত্র দিয়েছে। নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে আলাপ হয়। ঘ) মামলা যথাযথ মোকাবেলা করতে হবে। বাহিরের লোকের বন্দোবস্থ বাতিল করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে।	অধ্যক্ষ, এটিআই,বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
১৭।	**বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী উপজেলা কৃষি অফিস এর জমি সংক্রান্ত ঃ** বেগমগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের ৯২ শতক জমি গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জমির নামজারী করার জন্য আইন অধিশাখার সহায়তা প্রয়োজন। নতুন মামলা হয়নি। ৩শতাংশ জমি সরকালি অফিসের মধ্যে জানিয়ে তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করে। ডিসি অফিসের লোক জনকে বিবাদী করে। কৃষি বিভাগকে করে নাই ডিসি সাহেবজবাব চায়।	ক) ডিএই'র নামে নামজারীর ব্যবস্থা ও প্রশাসনের সংগে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।১নং খতিয়ান থেকে বাদ দেয় হাজিরপুর মৌজায় জায়গা A/C (land) প্রতিবেদন দিবে বলে জানা যায়। সকল সম্পত্তির নামজারীর ব্যবস্থা করতে হবে ডিসিকে জানিয়ে। নামজারী না হলে জিপির মাধ্যমে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারে। খ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গ)রীট মামলার পক্ষভূক্ত হতে হবে। ঘ) আমাদের খতিয়ান আনতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও উপ পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী।
১৮।	**উপ-পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা এর জমি সংক্রান্ত ঃ** খুলনা জেলার উপ পরিচালকের কার্যালয়ের জমি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত। জমির কাগজপত্রের মধ্যে শুধু সিএস ও আর এস পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি প্রয়োজন।৩১ ধারায় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রেকর্ড করে সকল জটিলতাকে লক্ষ্য রেখে জেলা প্রশাসক বরাবর রেকর্ড ভূক্তির আবেদন করতে হবে। জমির প্রাপ্যতা বিষয়ে ডিসি অফিসে খোঁজা হয় তরে পাওয়া যায়নি। ডিসি সাহের প্রশাসনিক আদেশ দিবেন বলে জানান।	আইন অধিশাখার সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। জমির প্রাপ্যতা কিভাবে তা বিস্তারিত জানাতে হবে। ডিসি অফিসে যোগযোগ রক্ষা করতে হবে। রেকর্ডপত্র অনুসন্ধান অব্যাহত থাকতে হবে। প্রশাসনিক আদেশের বিষয়ে ডিডি খুলনা যোগাযোগ রাখবে। জেলা ভূমিউন্নয়ন/ বরাদ্দ ও সমন্বয় সভায় বিষয়টি উত্থাপন করতে হবে। ও যোগাযোগ রাখবেন।	উপ-পরিচালক, ডিএই, খুলনা ও আইন অধিশাখা
১৯।	**উপ-পরিচালক,ডিএই, ফরিদপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমি নিয়ে সিআর ৩২১৪/০৮ মামলায় সরকার বিপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বেসরকারী উকিল নিয়োগ করে সিপিএলএ ১৩৬৮/১৪ দায়ের করা হয়েছে।শুনানী পর্যায়ে রয়েছে। পেপার বুক দেওয়া হয়েছে।	সিপিএলএ ১৩৬৮/১৪ বিষয়ে নিয়োগকৃত এওআর এর সংগে যোগাযোগ রাখতে হবে। নতুন মামলার দায়ের হয়েছে। নতুন মামলা দায়ের পরবর্তী তাং ২২/০৪/২০১৫ইং। এ ও আর এর সাথে সঠিক যোগাযোগ রাখতে হবে।	ইউএও, সদর, ফরিদপুর ও উপপরিচালক,ডিএই, ফরিদপুর
২০।	**উপজেলা কৃষি অফিস,সদর/কমলনগর, লক্ষীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ লক্ষীপুর সদর** উপজেলার বাঞ্চানগর, এসএএও কোয়ার্টারের এক অংশ ব্যবসায়ী সমিতির দখল মুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুরের সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়েছে। দখলের বিষয়ে থানায় এবং আদালতে মামলা করা হয়েছে। টি এস মামলা নং-৯৪/১৩শুনানীর তারিখ ২১/০৪/১৫ইং। ফৌজদারী মামলা নং-১২৫/২০১৩ এর সরকার বিপক্ষে রায় হয় ফৌঃ মোঃ ৮/২০১৫ মামলা পরবর্তী শুনানী তারিখ-১০/০২/২০১৫ইং। **কমলনগর ঃ** উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার যোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। অন্য মামলা নং-৮/১৪, পরবর্তী তারিখ ২২/০২/২০১৫ইং।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) কমল নগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগারের রেকর্ড সংশোধন ও সীমানা নির্ধারন করতে হবে। গ) বীজাগার সংস্কারের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে। গত ১৬/১১/১৪ইং তারিখ ঘোষিত রায়ের কপি উত্তোলন করে পাঠাতে হবে। ঘ) সকল মামলার কাগজপত্র টাঠানোর জন্য বলা হলো।	ইউএও, সদর/কমলনগর, লক্ষীপুর ও উপ পরিচালক, ডিএই,লক্ষীপুর।
২১।	**হর্টিকালচার সেন্টার, টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি এর জমি ঃ** টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি, হর্টিকালচার সেন্টারের ৪.৭৯ একর জমির স্থলে দখলে আছে ৫.১৩ একর। ১.২০ একর অন্য দাগের জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও পাশ্ববর্তী কলেজের সংগে জমির বিরোধ নিস্পত্তি প্রয়োজন বলে জানা যায়। রেকর্ড সংশোধনের মামলা করা হয়েছে। দখলের জন্য ডিসি বরাবর পত্র দিতে হবে। ঘোষিত রায় তুলতে হবে। জমির বিরোধ	ক) পরিচালক,হর্টিকালচার উইং মহো দয়ের মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খ) ১.২০ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে হবে।৩১ ধারায় মামলা করা হয়েছে। গ) মামলার ফলোআপ করতে হবে।মামলার বিস্তারিত জানানো জন্য বলা হলো।	হর্টিকালচারিষ্ট, ধনবাড়ী হর্টিঃ সেন্টার,টাংগাইল ও উপ পরিচালক, ডিএই, টাংগাইল।

	নিস্পত্তি হয়নি। তাই অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাদ্ধাব । এসি ল্যান্ড জানতে হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডিসি তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বালে সীমানার ৩০০ ফুট কাজ করা হচ্ছে না। বাইন্ডারী নির্মান বাদ্ধাব । ০২/০৫/১৫ইং	ঘ) যার যতটুকু জমি দেয়া হয়েছে সেভাবে জমি দিতে বলার নজ্র ডিসিকে বলতে হবে।	
২২।	**উপ পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল এর জমি ঃ** বাসাইল উপজেলার পাটখাগুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ এর পরবর্তী তারিখ ০২/০২/১৫ইং। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ করা হয়েছে। গত ০৩/০৩/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। পরবর্তী তারিখ ০৭/০১/২০১৫। ৭টি উপজেলার এল এ কেসের নম্বর সংগ্রহ হয়েছে। মধুপুর, সখিপুর, গোপালপুর, ও ধনবাড়ি সীডস্টোরের জমি বেদখল বিষয়ে আলোচনা হয়। মধুপুর উপজেলার নামজারীকৃত ৩৩ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বেদখল রয়েছে। নাগরপুর উপজেলা কৃষি অফিসের নতুন ৫একর জমি পাওয়া গেছে। রেকর্ডপত্র ও নামজারী কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেলে। বিস্তারিত অগ্রগতি জানাতে হবে।৯৫ শতাংশ দখলে আছে। ৮৬ শতাংশ বেদখলে আছে।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করার পরামর্শ দেয়া হলো। খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন ও ফলোআপ করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে। গ) জমির রেকর্ড সংশোধন ও নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে তা প্রক্রিয়াধীন। ঘ) পৌরসভা কর্তৃক বেদখলীয় জমির তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বলা হয়।	ইউএও, বাসাইল, টাংগাইল ও উপ পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল।
২৩।	**গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** কালিয়াকৈর উপজেলার জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা আছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ২৪/০৪/১৫ইং। ৫ শতাংশ ভূমি বেদখল আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৬/০৪/১৫ইং বিবাদীকে নোটিশ দেয়ার জন্য।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। কোন অগ্রগতি না থাকায় পুনরায় জোর তাগিদ দেয়া হলো। নতুন এজিপির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তার নাম দেওয়ান আবুল কাশেম।	ইউএও, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
২৪।	**গাজীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভুক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থাপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তায় ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গায় সীডস্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এসকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। আরএস পরচা সংগ্রহ হয়েছে।স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে।	ক) চান্দনা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহ অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। সিএ এসএ আরএস পাওয়া গেছে। গেজেট পাওয়া যায় নাই। তল্লাশি চালাতে হবে। খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমি নামজারী ও খাজনা পরিশোধ হয়। রশিদ দিতে হবে। দলিল বাটোয়ারী/ দখল উচ্ছেদের মামলা করতে হবে ডিডি গাজীপুর ব্যবস্থা নিবেন। গ) নামজারী হয়েছে। সিএস পর্চা পাওয়া যায়নি। বলে জানা যায়। নামজারী কাগজপত্র পাঠাতে বলা হলো। উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার অবিচল থাকতে হবে। সালনা ও গাছায় কেন কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই। রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিতে হবে। (এসি ল্যান্ড) অফিসে যেতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, গাজীপুর । ডিডি ডিএই, গাজীপুর
২৫।	**কাপাসিয়া, গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ চাঁদপুর ইউনিয়নের জমি ঃ** এসএএও কোয়ার্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের হয়। পরবর্তী তারিখ ২৫/০৪/১৫ইং। **কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমিঃ** এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ০৫/০৪/১৫ইং। দখল ওকাগজপত্র ঠিক করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে।	মামলা পরিচালনায় জিপিকে সহযোগিতা করতে হবে। চেয়ারম্যান কর্তৃক আদালতের দেয়া নিষেধাজ্ঞা আদেশ ভঙ্গ করার বিষয়টি বিজ্ঞ কৌশুলীর মাধ্যমে আদালতে শুনানীর ব্যবস্থা করে তার অগ্রগতি জানাতে হবে।	ইউএও, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
২৬।	**চট্রগ্রাম জেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** চট্রগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর বেদখলীয় জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। জামিল উদ্দিন গং নামে ৬.৫৪ একর জমির নামজারী বাতিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। **বাঁশখালীর জমি :** উ: জলদি মৌজার ইউনিয়ন বীজাগারের ০৮ শতক জমির মামলা ২২৪/১৩ এর জবাবের তারিখ ২৮/০১/১৫ইং ছিল। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি তবে মামলাটি সাতকানিয়া আদালত হতে বাঁশখালী যুগ্ম জেলা জজ আদাতে হস্তান্ত ৮ শতক এর মধ্যে ৫.৫ দখলে আছে। বাকীটা উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। মামলার জবাব দিতে হবে। নাসিরাবাদ ও পাঁচলাইশ জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ডিসি এর সাথে সাক্ষাৎ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাউজান এ সীড ষ্টোর ভেঙ্গে সুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সকে ২টি রুম দিবে বলে জানান। জমির প্রকৃতিতে মন্তব্য কলামে কৃষি গোডউন লেখা আসে। পিপি উইং এর ৩০ শতক জায়াগা আছে। অপর মামলা নং দায়ের হয়। নং পাওয়া যায় নাই।	ক) জমির সংগৃহীত কাগজ আরও যাচাই করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। খ) বাঁশখালীর মামলা পরিচালনা করতে হবে। গ) নামজারী বাতিলের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। ঘ) ডকুমেন্ট খুজতে বলা হলো। খালিজায়গার গাছ রোপন ও সাইন বোর্ড দিয়ে তা খেয়াল রাখতে হবে। সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে। সিআর মামলার কাগজপত্র পাঠাতে হবে। রাউজান এর মামলায় সরকার পক্ষে রায় হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। বাঁশখালীতে ১২টির মধ্যে ১টি নদী ভাংগন, ৭টি দান পত্র এর মধ্যে ৩টির দলিল পাওয়া গেছে। ৪টি এল এ কেস এর মাধ্যমে। তল্লাশী হয়েছে। সাইবোর্ড দেয়া হয়েছে। গাছ রোপন করা হয়েছে।	ইউএও, বাশখালী, চট্টগ্রাম ও উপ পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম।
২৭।	**এটি আই, খাদিম নগর,সিলেট এর জমি ঃ** ৩.১৫ একর জমি কৃষি	১২২/১৩ মামলায় প্রয়োজন হলে এটিআই পক্ষভূক্ত হয়ে	উপ পরিচালক,

	বিভাগের নামে এসএ খতিয়ানের মাধ্যমে অধিগ্রহণ হয়। ১২২/১৩ মামলা আছে। দুই একর জমি হাসপাতালের জন্য অধিগ্রহন হয়েছে অথচ এটিআই, খাদিমনগরকে পক্ষভূক্ত করা হয় নাই। মামলার পরবর্তী তারিখ-১২/০৩/২০১৫ইং তারিখে শুনানী জন্য। সিআর-৪,১৮৫/০৫,টিএস-৩/১২তারিখ- ২৯/০৩/২০১৫ইং টিএস-১২২/১৩, ৩০ ধারা : চলছে। টিএস-১৮২/১২,২৬/০২/২০১৫ টিএস-২৩/০৫,২৮/০২/২০১৫ টিএস-৪/১৩, টিএস-৭/০৭, টিএস-১৯/০৭, ২০/০৭, ২২/০৭, ২৪/০৭	ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে। মামলার সরকার পক্ষে হাজিরা দিবে। সকল মামলার খোঁজখবর রাখতে হবে। অন্যান্য মামলা স্থানীয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে।	ডিএই, সিলেট ও অধ্যক্ষ এটিআই,খাদিমনগর, সিলেট।
২৮।	**এটিআই, শেরপুর এর জমি ঃ** এটিআই এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। গেজেট পাওয়া গিয়েছে। ৭৩ শতাংশ জমি নিয়ে ৪১১/১২এর তারিখ হয় নাই। ৩০৪/০৭ ২টি মামলা আছে। ৩০৪/০৭ মামলার পরবর্তী হিসেবে শুরু হয়। ১.৯৭৫ সালে ১০৪৩ একর ল্যান্ড এল এ হয়। মোট ১৩.৪৮ একর জমির গেজেট না হওয়ায় তারিখ ০৮/০৪/২০১৫ মামলাটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল শিফট হয়। তাই তাং পাওয়া যায়নি। তাগিদপত্র দেন। কমিশনার পত্র দেন। ভূমি মন্ত্রনালয় বরাবর গেজেটের জন্য।	ক) মামলার যথাযথ তদারকি করতে হবে। খ) ২৮৫ একর জমির গেজেট কপি পাই এটি আই শেরপুর স্কুল ১৯৫৮ সালে ৬৫-৬৬ সালে ৩.০৫ একর এলএ হয় কোন কিছুর গেজেট না হওয়ায় ডিসির সাথে যোগযোগ রক্ষা করতে হবে অগ্রগতি জানাতে হবে। গ) স্মারক নং-৩/এলএ- তারিখ-০৩/০১/২০১৪ইং পত্র দেন স্মারক নং ৫২(এলএ) তারিখ ২৫/০৩/২০১৪ ডিসি বরাবর। নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা নিতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর।
২৯।	**চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর জমি ঃ** সরকারের জমি জনৈক ব্যক্তি দখল করে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় করেছে। প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়। সহকারী জজ আদালত টিএস-২৪৮/১৩ পবর্তী তারিখ ০৫/০৪/২০১৫ইং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ পরবর্তী তারিখ ০৯/০২/২০১৫ইং।	জমি উদ্ধারে প্রয়োজনে মামলা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। অনুপস্থিত	ইউএও, সদর, চুয়াডাঙ্গা। অনুপস্থিত
৩০।	**উপ পরিচালক, ডিএই, পঞ্চগড় এর জমি সংক্রান্ত ঃ** উপ পরিচালক, ডিএই, পঞ্চগড় অফিসের সামনে কিছু অবৈধ দোকান আছে। জমির কাগজ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সরকারী ভাবে মামলা দায়ের হয়েছে। যাহার নং ৫৮/২০১৩ দেঃ মোঃ পরবর্তী ধার্য তারিখ- ১৬/০৩/২০১৫ আর এস ৫৩৭নং দাগে ১.০৪ একর জায়গার অবৈধ দোকান পাট আছে। মোট ১৯ শতাংশ বাদীর সাথে হিসারের কোন মিল নাই।	এলএ কেসের কাগজ ও গেজেট সহ জমির তথ্য অনুসন্ধানের পরামর্শ প্রদান করা হয়। অগ্রগতি জানাতে হবে। মামলা সম্পকে বিস্তারিত অগ্রগতি জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সভায় আসতে সিদ্ধান্ত হয়।	উপ পরিচালক, ডিএই, পঞ্চগড়। অনুপস্থিত
৩১।	**অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি এর জমি ঃ** অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটির আসাম বস্তীস্থ মাশরুম সেন্টারের জমিতে অবৈধ দখলদার বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) অবৈধ দখলদার বিষয়ে নিস্পত্তির অগ্রগতি জানাতে হবে। মাশরুম সেন্টারে লোকবল না থাকায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক খালি কক্ষ ও জায়গা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ছেড়ে দিতে বলে। লোকবল দিতে এডি রাঙ্গামাটির প্রকল্প পরিচালক এডিজি, ডিএইকে সরাসরি পত্র দিতে হবে জরুরী ভিত্তিতে।	অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই,রাঙ্গামাটি। অনুপস্থিত
৩২।	**উদ্ভিদ সংরক্ষন উইং, ডিএই, আওতাধীন এয়ার স্ট্রীপ এর জমি সংক্রান্ত ঃ** উদ্ভিদ সংরক্ষন উইং, ডিএই এর আওতাধীন সকল জমির দাগ, খতিয়ান দখল অবস্থাসহ হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরনের অনুরোধ করা হয়। **শ্যামপুর গুদামের জমির** লীজ দলিল পাওয়া গিয়েছে। ডেমরা ভূমি অফিস হতে অন্যান্য কাগজ সংগ্রহে এমএও, তেজগাঁওকে প্রশাসন হতে পত্র দেয়ার অনুরোধ করা হয়। শ্যামপুর পিপি গুদামের (ডকুমেন্ট, অকেজো মালামাল, মাটি ভরাট, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি) সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়।ফাইটোস্যানিটারী প্রকল্প থেকে বহুতল ভবন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	ক) উদ্ভিদ সংরক্ষন উইং এর আওতাধীন মোট জমির দাগ, খতিয়ান, দখল অবস্থাসহ হালনাগাদ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো। শ্যামপুর পিপি গুদামের সার্বিক (ডকুমেন্ট, অকেজো মালামাল, মাটি ভরাট, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি) বিষয়াদি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে চিঠি দিতে হবে। ১) উপ পরিচালক (লিস্যাস),ডিএই,ঢাকা। ২)উপ পরিচালক (প্রশাসন বালাইনাশক),পিপি উইং,ঢাকা। ৩) উপ পরিচালক, ডিএই, ঢাকা জেলা। ৪) অতিরিক্ত উপ পরিচালক (লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। ৫)এমএও, তেজগাঁও, ঢাকা। গঠিত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। আগামী সভার পূর্বেই।	উপ পরিচালক (অপাঃ), উদ্ভিদ সংরক্ষন উইং ও উপ পরিচালক(প্রশাঃ), ডিএই, খামারবাড়ি,ঢাকা।
৩৩।	**হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী এর জমিঃ** ১৯৬৯ সনে কোলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত ১৫.৬৬ একর এবং এল এ নথি ১২/৯২-৯৩ ও ২৭/৯৭-৯৮ মূলে যথাক্রমে ৩.২৬ একর ও ১.৯১ একর সাকুল্যে ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮.৪৬ একর হাল রেকর্ড হয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে। ১৮.৯২ একর বর্তমানে দখলে রয়েছে। রেকর্ড সংশোধনে ২৩টি আপীল মামলার ২২টি পক্ষে আছে। জেলা প্রশাসক পরিদর্শন করেছেন ও সম্পত্তিটি ১নং খতিয়ানে নিতে চান লিজের জন্য আবেদন করতে হবে। এছাড়া ডিডি হর্টিকালচারর সেন্টার জানান। বিগত ৩১/১২/২০১৪ এমামলার তারিখে ১৫.৬৬ একর জমি ১নং খতিয়ান নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রায়ের কপির জন্য আবেদন	ক) মামলা যথাযথ ভাবে তদারকি করতে হবে। অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতির অনুসরণে রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। গ) আইন অধিশাখার সহযোগিতা নিতে হবে। সিনিয়র সহকারী সচিব আইন এর চিটি দেয়া হয়েছে। এটা তাদের জমি নয় গেজেট পাওয়া গেছে। সকল কাগজপত্র পাঠাতে হবে। ঘ) ৩টি সেন্টারে বাউন্ডরী নির্মানের টেন্ডার হয়ে গেছে। কাগজপত্র ঠিক করতে কর্মকর্তাকে বলা হলো।	উপ পরিচালক হর্টিকালচার সেন্টার, পাঁচগাছিয়া, ফেনী।

	করা হয়েছে। কপি পেলে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর আপীল করা হবে। জেলা প্রশাসন জানান যে, জমিটি ১নং খতিয়ানে গেলেও থাকবে ডিএই'র কার্যক্রম চলমান ডিডি হর্টিকালচার উপস্থাপন করেন।	ঙ) সঠিক বিষয়াবলী কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (আইন) মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে। ১৫.৬৬ একর ভূমি রক্ষার বিষয়ে উপসচিব (আইন) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। যোগাযোগ রাখবেন।	
৩৪।	**কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমিঃ** কটিয়াদি উপজেলার বীজাগার বিষয়ে আলোচনা হয়। মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। এডিএম কোর্টে ৪১২/১৪ চলমান মামলার পরবর্তী তারিখ এখনো হয়নি এ বিষয়ে উপজেলা কটিয়াদী হতে ফোনে যায়। জবাব দাখিল হয়েছে। হাইকোর্টের মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তদন্ত করার জন্য এসি ল্যান্ড কে দায়িত্ব দেয়। তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয় বিপক্ষে নারাজি গ্রহণ করে। সলিসিটর উইং এ প্রস্তাব যায়।	৪২০৩ নং মামলা সহি মুহুরী নকল সংগ্রহ করতে হবে। দ্রত মামলা দায়ের করতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিসার, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ সলিসিটর উইং এ যোগাযোগ করেন। সলিসিটর জানার সিপিএলএ করার সুযোগ নাই। ১০টি বীজাগার ,৮টি পাট সম্প্রসারনের জমি, ৫টি ডিএইর নামে, ১২টি মামলা ল্যান্ড সার্ভি আপীল ট্রাইব্যুনালে আছে। মামলা নং সহ তালিকা ও বিস্তারিত জানানোর জন্য বলা হলো।	ইউএও কটিয়াদি,কিশোরগঞ্জ
৩৫।	**সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর জমি ঃ** চরবান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় ডিডি,ডিএই বাদী হয়ে ১৭৯৫৫/১৪, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে মামলা হয়। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-১০ শতক জমি কৃষি ভিগের উপসহকারী কোয়াটার আছে।	রায়ের কপি পাঠানো হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়কে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। ৩নং ইউনিয়নের জমির ৯ শতাংশ বিষয়ে লিখিত জানাতে হবে। দাগনভূইয়া রেকর্ডপত্র দিতে বলা হলো। মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের জমি ডিসির নামে তা ডিএই এর নামে রেকর্ড করতে বলা হলো।	ইউএও সোনাগাজী, ফেনী ও উপপরিচালক, ডিএই, ফেনী।
৩৬।	**গোদাগাড়ী, রাজশাহী এর জমিঃ** রিশিকুল ইউপি সংলগ্ন ৮.০৩ শতক জমি নিয়ে রেকর্ড সংশোধনে টিএ ৭৫/১৪ এবং মান্দৈল মৌজায় ১০ শতক জমি নিয়ে দলিল বাতিলে টিএস ১৫৭/১৪ মামলা জেলা জজ আদালতে চলমান। দেঃ আঃ ৭৫/১৪ এর পরবর্তী ধার্য তারিখ- ২৩/০১/২০১৫ইং টিএস-৯৫/১৩ এর পরিবর্তে ১৫৭/১৪। পরবর্তী তাং ০২/৩০/২০১৫ পাওয়া যায়। ১২ শতাংশ জমি উদ্ধার হয়।	মামলা সমূহের বিষয়ে জিপিকে সহায়তা এবং তদারকী করতে হবে। উদ্ধারকৃত জমির বিষয়ে কাগজপত্র পাঠাতে হবে। উদ্ধারকৃত জমির বিষয়ে কাগজপত্র পাঠাকে হবে অনুপস্থিত।	ইউএও গোদাগাড়ী, রাজশাহী। অনুপস্থিত
৩৭।	**এটি আই গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশনঃ** আপীল মামলা নং-১/০৯ মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে পরবর্তী তারিখ ০৪/০২/২০১৫ইং। বন্টননামা মামলা নং- ১৬/১২ এর পরবর্তী তারিখ ১২/০৩/২০১৫ইং স্বাক্ষীর জন্য। বিজ্ঞ আদালতের নামসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি প্রেরণ করতে বলা হয়। নতুন মামলা টিএস-২৪৯/০৯ যুগ্ম জেলা আদালতে বিচারাধীন পরবর্তী তারিখ- ০৪/০৩/২০১৫ইং।	মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। বিস্তারিত জানাতে হবে। মিস কেস-৯৬৮/২০১৩ তারিখ ১৬/০৯/২০১৩ইং দখলের জন্য দায়ের হয়।	অধ্যক্ষ এটিআই গাজীপুর।
৩৮।	**হর্টিকালচার সেন্টার গুলশান, ঢাকা।** সেন্টারের লিজ বিষয়ে ডিসেম্বর/১১ পর্যন্ত লিজমানি দেয়া হয়। শর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হয়। লীজ সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিতে সভায় আসবে। **পরিচালক** হর্টিকালচার উইং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিবেন।	লীজের বিষয়ে লিখিত কাগজপত্র দিতে হবে। গত ০৬/০১/২০১৫ লীজ নবায়নের বিষয়ে পত্র দেন। উপ সচিব (আইন) রাজউক বরাবর পত্র দেন।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার,গুলশান,ঢাকা । অনুপস্থিত
৩৯।	**হালনাগাদ জমির প্রতিবেদন ঃ** অঞ্চল ভিত্তিক ২০১৩ সনের জমির প্রতিবেদনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন পূর্বক হালনাগাদ জমির প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	প্রতিটি অঞ্চল হতে হালনাগাদ প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে হার্ডকপি ও সফট কপি সূতনী এমজে ফন্টে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই,(সকল অঞ্চল)

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন ৯১৩০৯২৮

স্মারক নং- ১২.০১.০০০৩.২৯.০৭.০২২.২০১২(১)/ ৩৯৪৩(৭৭২) তারিখ ঃ ১৮/৩/২০১৫

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ঃ</u>

১। পরিচালক, সরেজমিন/হর্টিকালচার/প্রশিক্ষণ/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ক্রপস/সংগনিরোধ/পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণঅধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ---------------অঞ্চল (সকল)।

৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/খাদিমনগর,সিলেট/শেরপুর/ শিমুলতুলী,গাজীপুর ।

৪। উপ-পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,ঢাকা/গাজীপুর/বগুড়া/মুন্সীগঞ্জ/খুলনা/ফরিদপুর/টাংগাইল/ময়মনসিংহ/গাইবান্ধা/কুমিল্লা/ চুয়াডাঙ্গা/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/পঞ্চগড়/চট্রগ্রাম/সিলেট/কিশোরগঞ্জ/ফেনী।

৫। প্রকল্প পরিচালক, আইকিউএইচডিপি, ডিএই, খামারবাড়ি,ঢাকা।

৬। উপ পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড সাপোর্ট সার্ভিসেস), প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,খামারবাড়ি, ঢাকা।

৭। উপ পরিচালক,হর্টিকালচার সেন্টার,নুরবাগ,গাজীপুর/বনানী,বগুড়া/পাঁচগাছিয়া,ফেনী/সোহানবাগ সাভার,ঢাকা/মোস্তাফাপুর, মাদারীপুর।

৮। উপজেলা কৃষি অফিসার,দাউদকান্দি,কুমিল্লা/বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী/সদর,কালিয়াকৈর,কাপাসিয়া,গাজীপুর/জীবননগর ও সদর, চুয়াডাঙ্গা/সদর,মুন্সীগঞ্জ/কেরানীগঞ্জ,ঢাকা/সদর,কমলনগর,লক্ষ্মীপুর/শিবগঞ্জ,বগুড়া/সদর,ফরিদপুর/বাসাইল,টাংগাইল/গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/গোদাগাড়ী, রাজশাহী/বাশখাঁলী,চট্রগ্রাম/দাগনভূঞা/সোনাগাজী,ফেনী।

৯। উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার,রাজালাখ,সাভার/আসাদগেট,ঢাকা।

১০। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ি,মোহাম্মদপুর,শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা।

১১। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান,ঢাকা।

১২। ওভারশিয়ার, হর্টিকালচার সেন্টার,ধনবাড়ী,টাংগাইল।

<u>অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ</u>

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ সচিব (আইন), আইন অধিশাখা।

২। মহা পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৪। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ও সাপোর্ট সার্ভিসেস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

৪। উপ পরিচালক (প্রশাসন), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৫। কর্মসূচী পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক উন্নয়ন কর্মসূচী,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। **টাস্কফোর্স মিটিং** শিরোনামে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৮/৩/১৫

(মোঃ আবদুল মুঈদ)
উপ পরিচালক
(লিগ্যান ও সাপোর্ট সার্ভিসেস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন- ০১৭১৬৯৪০৩১১

১৮/৩/১৫